বামদেব স্মরণ

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর সাহা
বিরচিত

❀ শ্রীমুদ্রণী ❀
জঙ্গিপুর—মুর্শিদাবাদ।

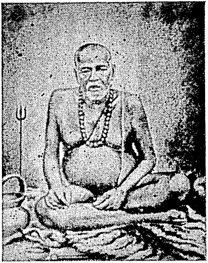

বামদেব স্মরণ

আটলা* গ্রামোল্লাসী সর্বানন্দ ধন,
রাজকুমারীর সুপুত্র, অপূর্ব রতন।
পিতামাতা তারাভক্ত ভক্তিভরা প্রাণ,
তদাত্মজ বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

বারশত চুয়াল্লিশের শিবচতুর্দশী,
মহানিশা অন্ধকারে এলে তুমি শশী।
তারা আত্মভোলা তুমি, তুমি তারা নাম,
তুমি দেব বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

* বীরভূম জেলায় তারাপীঠ সংলগ্ন স্থান।
বামাক্ষ্যাপার পিতৃভূমি।

পাঠশালে বলে গুরু লিখ অ—আ,
লিখি দিলা তালপত্রে 'তারা-তারা-তারা'।
তারা তব চিন্তামণি, তারা তব ধ্যান,
তারাময় বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

বাল্যকালে পিতৃহীন, সংসার অচল,
সর্বত্যাগী করিলেক শ্রীগুরু সম্বল।
কৈলাশপতি হল গুরু উচ্চে যাঁর স্থান,
তাঁর শিষ্য বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

চাকুরী লইলে তুমি ভোগ রান্ধিবার,
সর্বক্ষণ তব প্রাণে চিন্তা তারা মা'র।
নুন চড়া পোড়া ভাত কেহ নাহি খান,
রন্ধন অপটু বাম, তোমারে প্রণাম ॥

ফুল তোলা কাজ তাই করিলে গ্রহণ,
পূজা শেষে ফুল ল'য়ে কর আগমন।
মা তারার চিন্তা সদা গাহ তাঁর গান,
অসংসারী বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

তারাপীঠে বশিষ্ঠাশ্রম অতি দিব্য স্থান,
তব গুরু এ আশ্রমের অধিকার পান।
কেবা হয় তারপর আশ্রম প্রধান ?
তুমি দেব বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

মোক্ষদানন্দ তোমায় নিয়ে গেল কাশী,
গেলে তুমি তার সাথে কাশী ভালবাসি।
অন্নপূর্ণা হেরিলেক গিয়া কাশীধাম,
লীলাময় বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

'তারা বেদী' 'তারা গোত্র' বলিলা কাশীতে,
ছত্রাধ্যক্ষ শুনি ইহা লাগিলা হাসিতে।
মোক্ষদানন্দ তোমায় করিলা অপমান,
মানজ্ঞানী বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

অর্থাভাব রেলভাড়া নাহি তব পাশ,
কাশীতেও ইচ্ছা নহে করিবারে বাস।
পদব্রজে বাহিরিলা লয়ে তারা নাম,
কাশীত্যাগী বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

তারামাতা কৃপা করি গো-শকট দিলা,
গারোয়ান দিলা শক্তু আহার করিলা।
হেনরূপে বঙ্গদেশে হ'লে অধিষ্ঠান,
তারাপ্রার্থী বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

তিন দিন অনাহার পথশ্রান্ত অতি,
অভিমান তাহে বড় তারা মা'র প্রতি।
ভিক্ষা না করিলে তুমি, না লইলে দান,
তারা-অভিমানী বাম, তোমারে প্রণাম॥

কৃষ্ণকায়া ধরি তারা খাদ্য ল'য়ে আসি,
আদরেতে খাওয়াইল তোমা ভালবাসি।
তারা প্রিয় পুত্র তুমি, আদুরে সন্তান,
মাত্রাদর বামদেব তোমারে প্রণাম॥

অনাহারে ছিলে তুমি মা তারার পাশে,
মা তারা যোগান খাদ্য আনি স্বপ্নাদেশে।
নাটোরের রাণীমাতা স্বপ্নাদেশ পান,
তব লাগি বামদেব তোমারে প্রণাম॥

পঞ্চাশৎ বর্ষে তুমি মাতা হারাইয়া,
কুটুম্বে ভোজন দিলা মেঘ সরাইয়া।
মাতৃশ্রাদ্ধে ভোজ্য-তব দেবতা যোগান,
ধন্য দেব বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

অসীম শকতি তব পাগলামী ভাণ,
বিষ্ঠায় অমৃতে তব সদা সমজ্ঞান।
অহেতুক কৃপা কর যাচকেরে দান,
কৃপাময় বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

নগেন্দ্র তোমার ভক্ত লোভ তব ধনে,
লইল হাজার টাকা অতি সঙ্গোপনে।
জেল হয় যদি তুমি নাহি কর ত্রাণ,
ভক্তরক্ষী বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

পিতৃরোগ আরোগ্যিতে শ্রীনন্দগোপাল,
তবাশ্রমে করে বাস তিন দিন কাল।
'পনর বছর আয়ু' কর তুমি দান,
কৃপাসিন্ধু বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

অপুত্রক পুত্র পায় যার পরসাদে,
কৃপণ বিলায় ধন পরম আহ্লাদে।
মানে অসম্মান যার, মানে তুচ্ছ জ্ঞান,
মহাদেব বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

অদ্ভুত তোমার পূজা দেখে হাসি আসে,
তথাপিহ সেই পূজা ভক্ত ভালবাসে।
মাতা যিনি জগন্মাতা সেই পূজা চান,
মহাঋষি বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

তারামায়ে পেলে তুমি করিতে প্রহার,
নিভৃতে প্রহারে মাতা পিঠেতে তোমার।
উগ্রভাব গেল তব, মহাভাগ্যবান,
তারাসুত বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

শুধু বেলপাতা আর চরণামৃত,
ছয় মাস খেয়ে কর দেবতারে প্রীত।
ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি নাই, ভৈরব শ্মশান,
কোটি কোটি, বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

দামী দামী শাল বস্ত্র ভক্ত উপহার,
আগুন ধরায়ে কর সব ছাড়খার।
হেন সে আগুনে কর আরতি প্রদান,
ধন্যারতি তব বাম, তোমারে প্রণাম ॥

সর্পাঘাতে দিগম্বর মরিবে নিশ্চয়,
সপ্তম দিবসে তার হ'ল অতি ভয়।
শিমূল তলায় তারে দিলে তারা নাম,
আয়ুদাতা বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

একদা এক যক্ষারোগী এল তব পাশ,
মরিবে নিশ্চয় সে, হইয়াছে ত্রাস।
গলা টিপি ধরি তার বাঁচাইলে প্রাণ,
প্রাণদাতা বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

নন্দা হাড়ি হাতে কুষ্ঠ তব জল বয়,
বৃদ্ধি হল রোগ তার, মরণ নিশ্চয়।
শ্মশানের মাটি দিয়া রক্ষ তার প্রাণ,
ভক্তরক্ষী বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

কাশীমৃত্যু বর চান তারকের মাতা,
ভক্ত ইচ্ছা পূর্ণকারী তুমি মহাদাতা।
তার ইচ্ছা পূর্ণ করি দিলে কাশীধাম,
বাক্‌সিদ্ধ বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

মদন সাধক হ'য়ে তব কৃপা পায়,
কালনেমী ভৈরবীর আগুনে লাফায়।
তুমি তার পরকাল করিলেক দান,
দাসরক্ষী বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

ছেলে হয় নাহি বাঁচে দুঃখে ভরা মন,
তব পদে আসি স্বামী করে নিবেদন।
'পুত্র হবে' দিলা বর দিলা ভক্তে দান,
পুত্রদাতা বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

দ্বারভাঙ্গা-মহারাজ সিংহ রামেশ্বর,
পুত্র আশে এল ছুটে তোমার গোচর।
পুত্র লভি মাসে চল্লিশ টাকা করে দান,
প্রার্থীতোষী বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

মনে দুঃখ, দুঃখ দূর করিবার তরে,
সম্মুখে রহিয়া ভক্ত তব সেবা করে।
মন জানি তদুত্তর কর তারে দান,
অন্তর্যামী বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

দুর্গাপূজা বাদ দিয়া জামালপুরবাসী,
ছিন্নমস্তার করলো পূজা মায়ে ভালবাসি।
একদিন পূজা হ'য়ে পূজারী ব্যারাম,
পুরোহিত নাই বাম, তোমারে প্রণাম ॥

মহামারী এল পুরে লোকের অহিত,
সৌভাগ্য হইল, তুমি হ'লে পুরোহিত।
পূজা হ'ল, শান্তি এল, দেশ ভাগ্যবান,
ধন্য তব পূজা বাম, তোমারে প্রণাম ॥

'গুড় গুড় ঝাপাকাটা' কলিকাতা দেশ,
আছে সেথা 'বুজরকী' নাহি ভক্তি লেশ।
বাসিন্দারা তারামার দেখা নাহি পান,
কলিকাতা-দ্বেষী বাম, তোমারে প্রণাম ॥

আসি এক ব্রহ্মচারী রহে তব পাশ,
মা তারার করে পূজা, সিদ্ধিলাভে আশ।
তোমারে পাগল ভাবে এই তার জ্ঞান,
জ্ঞান তারে দিলে বাম, তোমারে প্রণাম ॥

মাংসাহারী হরিচরণ খায় নিরামিশ,
তব ভক্ত করে ইহা, তোমার আশিস্।
'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' শাস্ত্রের বিধান,
শিষ্যে শিখাইলে বাম, তোমারে প্রণাম ॥

কাম তার, লোভ তার, করিলে বিনাশ,
উপদেশ দিয়া তাঁরে নিলে নিজ পাশ।
তোমার কৃপায় তার দূরে গেল কাম,
কামহারী বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

সুবোধে সম্বোধি তুমি জগতে শিখাও,
সংযমী অবশ্য হবে যদি পাঁঠা খাও।
বৎস লাগি কাঁদে পাঁঠা, আছে তার প্রাণ,
জীবপ্রেমী বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

ব্রহ্মেতে মিলিত হও, তুমি মহাযোগী,
পূর্ণ বালক ভাব—ত্যাগী আর ভোগী।
মায়াময় মায়াহীন, সাধক মহান,
কৃপা কর বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

শ্বেতফুল, কালকুত্তা তোমার আহ্লাদ,
মহানন্দে খায় তারা পাতের প্রসাদ।
ভাগ্যবান কুক্কুর এরা, বহু পুণ্যবান,
জীবপ্রিয় বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

বারশো আঠার সন দোসরা শ্রাবণ,
মর দেহ সমাধিত করিবারে মন।
কাঁদাইয়া ভক্তগণে করিলে প্রয়াণ,
মহাসিদ্ধ বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

গেলে তুমি, আছ তুমি শিমূল তলায়,
পার কি ছাড়িয়া যেতে তব তারামায়।
তারামা'র আদরের তুমি যে সন্তান,
তারা-পুত্র বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

দূর দূর দেশ হ'তে নিতি ভক্ত আসে,
শিমুলতলায় আসি বসে তব পাশে।
পূর্ণ কর ভক্তদের আজও মনস্কাম,
সমাহিত বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

শ্মশানের বৃক্ষে বৃক্ষে ঘুরে তব আত্মা,
কহে তারা মরমরি তোমার বারতা।
শ্মশানের প্রতি বৃক্ষে তুমি দীপ্যমান,
চিরঞ্জীব বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

ভক্ত তুমি করিয়াছ, হাজার হাজার,
বসাইলে তারাপীঠে বিরাট বাজার।
ধন্য আজ ভক্তের ভক্তিভরা দান,
ভক্তপ্রাণ বামদেব তোমারে প্রণাম ॥

জগদ্বন্ধু প্রভু মোর, মুই তার দাস,
বন্ধু ভক্তি পাই যেন এই মোর আশ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী ভৈরব মহান,
কৃপা কর বামদেব, তোমারে প্রণাম ॥

শ্রীমতী কালিদাসী কর্তৃক জঙ্গিপুর হইতে প্রকাশিত
ও জঙ্গিপুর শ্রীমুদ্রণী হইতে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ—মহাষ্টমী; ১৩৭৫
মূল্য ০-২০ কুড়ি পয়সা মাত্র।

—প্রাপ্তিস্থান—
মহাম্মদ সিরাজুদ্দিন
পোষাক বিক্রেতা
হাটখোলা—রামপুরহাট